জাতিয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার তেত্রিশ বছর উদযাপন

চিরকুট সংবাদ

সিডনীর বাংলাদেশী প্রবাসীরা গতকাল রবিবার (০৪/০৯/২০১১) বিকেলে বি.এন.পি অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে বরাবরের মত এবারো বাংলাদেশে প্রকৃত জাতিয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার তেত্রিশতম বছর উদযাপন করেছেন। অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়েছে ল্যাকেম্বার নিকটে পেরী পার্কে অবস্থিত ন্যাশনাল স্পোর্টস সেন্টারে। আনুমানিক শ'খানেক জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে স্বতস্ফুর্তভাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক ফজলুল হক (শফিক)। অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে ছিল আলোচনা ও আগত বক্তাদের স্মৃতিচারন সহ বিভিন্ন বক্তব্য। দ্বিতিয়াংশে ছিল একটি মনোজ্ঞ সঙ্গিতানুষ্ঠান। নুতন প্রজন্মের অনেকে সুন্দর গেয়েছেন যাদের মাঝে রুবাই হুদা'র গাওয়া গান কটি মনে রাখার মত। ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সাত্তারের কন্ঠের গানগুলো প্রবাসেও দেশের সোঁদা মাটির গন্ধ মনে করিয়ে দিয়েছে শ্রোতা সকলকে। আর পুরনোদের মধ্যে নাসিম হোসাইনের গান বরাবরের মতই ছিল উপভোগ্য।

অনুষ্ঠানের প্রথমাংশে বক্তব্য রেখেছেন বি.এন.পি আদর্শে বিশ্বাসী প্রবীন ব্যক্তি এ.কে.এম শামসুজ্জামান, এ্যামেরীকা থেকে আগত বি.এন.পি (ইউ.এস.এ) প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক আরিফুল হক, জাতিয়তাবাদী যুবদল (বাংলাদেশ) এর নেতা মনিরুল হক (জজ মিয়া) এবং সংগঠনের সভাপতি ডাঃ আবদুল ওহাব (বকুল)। সবচেয়ে ভালো লেগেছে মনিরুল হক (জজ মিয়া) এবং এ্যামেরীকা থেকে আগত অতিথি আরিফুল হক এর সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপুর্ন বক্তব্য দুটি শুনে। তাদের বক্তব্য সত্যি প্রশংসা যোগ্য, তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করতে হয় তাদের বিনয়ীভাব এবং আগত অতিথিদের ধৈর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে। বাকী প্রায় সকল বক্তাদের অবস্থা যাচ্ছে-তাই। লক্ষ্য করা গেছে যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অনেক বক্তা সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সময়জ্ঞানহীনতার জন্যে এ.কে.এম শামসুজ্জামান (জামান)কে প্রায় সকল দর্শক শ্রোতা মনে রাখবেন, তিনি একাই ২৮ মিনিট 'বক্তব্য' দিয়েছেন। আরো দু'একজন 'বক্তা' উক্ত অনুষ্ঠানে বর্কৃতা দিয়ে কালক্ষেপন করেন। বক্তব্যের ঝড় সমাপ্তি পর রাত ৯টায় আগত অতিথিদের মাঝে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। খাওয়ার মান ও পরিমান সুস্বাদু ও উদার ছিল। তবে কথা হচ্ছে ঠিক সময়ে খাদ্য পরিবেশন করে অতিথি ধরে রাখতে পারে এরকম কোন সংগঠন সিডনীতে আজোব্দি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নেতাদের আশংকা যদি খাওয়ার পরই দর্শক-শ্রোতা বক্তব্য না শুনেই চলে যায়!

অনুষ্ঠানের মধ্যমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যোশিওলোজী ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক ডঃ এস.এম. আমানুল্ল্যাহ। তার বক্তব্য বলার ঢং ও প্রেক্ষাপট উপস্থাপন সকলের ভালো লেগেছে। উল্লেখ্য ডঃ আমানুল্লাহ ১৯৯৯ সনে সিডনীতে এইচ.আই.ভি ও মানবস্বাস্থ্য নিয়ে লেখাপড়া করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি উক্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে উক্ত বিষয়ে বিশেষত্ত অর্জন করেছিলেন। দেশের প্রতি মমত্ববোধের কারনে ডঃ আমানুল্লাহ অস্ট্রেলিয় সরকারের প্রদত্ত রেসিডেন্সিকে গুরুত্ব না দিয়ে দেশেই ফিরে যান। তিনি একজন প্রথিতযশা সমাজ বিজ্ঞানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষক। রাজনৈতিকভাবে তিনি বি.এন.পি ঘরানার। তাঁর প্রয়াত পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন। উক্ত আলোচনা সভায় তিনি বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা এবং তা থেকে পরিত্রান প্রাপ্তির বিষয়ে গুরুত্বপুর্ন বক্তব্য রেখেছেন। ডঃ আমানুল্লাহ্‌কে অদুর ভবিষ্যতে দেশের সুশীল রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দেখা যেতে পারে। কারন তার মেধা, রাজনৈতিক দুরদর্শীতা ও প্রজ্ঞা তাকে সে পথে নিয়ে যাবে।

বক্তা ও বক্তব্য সমস্যা ছাড়া পুরো অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি ডাঃ আবদুল ওহাব এবং সাঃ সম্পাদক ফজলুল হক শফি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন। সে দিকটি বিবেচনা করলে সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি মোটামুটি উপভোগ্য ছিল।

অনুষ্ঠানের ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন